ডাকসু নির্বাচনে বাধা কাটল এবার নির্বাচন দিন

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ০৮ জানুয়ারী ২০১৯

আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন হতে বাধা নেই। ওই নির্বাচন অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের রায়ের ওপর দেয়া স্থগিতাদেশ তুলে নিয়েছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের সভাপতিত্বে আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বেঞ্চ গত রোববার এই আদেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ১৭ জানুয়ারি হাইকোর্ট ছয় মাসের মধ্যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এ রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। গত বছরের ১ অক্টোবর আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের ওপর দেয়া স্থগিতাদের বহাল রাখেন।

দুই যুগের বেশি সময় পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জট খুলছে, যা একটি আশাজাগানিয়া ঘটনা। ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে হলভিত্তিক ভোটার তালিকা। একসময় দেশের মিনি পার্লামেন্ট হিসেবে ভাবা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদকে। কিন্তু কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিষয়টি কালো চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছিল ২৮ বছর ধরে। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল

১৯৯০ সালে। তারও আগে সামরিক শাসকদের আমলেও ডাকসুসহ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নজির রয়েছে। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ সামরিকতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের সোপানে পা রাখলেও অদৃশ্য কারণে রুদ্ধ হয়ে যায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন শিক্ষাঙ্গনে যেমন গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করত তেমন পরিশীলিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টিতেও অবদান রাখত। এর ব্যত্যয় হওয়ার জাতীয় পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ নেতৃত্বের বদলে টাকাওয়ালারা রাজনৈতিক অঙ্গনজুড়ে বসার সুযোগ পাচ্ছে।

আমাদের প্রত্যাশা, একদিকে আদালতের নির্দেশনা অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির সনির্বন্ধ আহ্বানে ডাকসুর ওপর থেকে অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞার কালো চাদর অপসারণের যে শুভ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা থেমে থাকবে না। নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয়, সেটা করে নির্বাচন দেয়া হবে। ডাকসু নির্বাচনের স্বার্থে ক্যাম্পাসে সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থানও নিশ্চিত করতে হবে। দখলবাজি অবস্থা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের। যা গণতন্ত্র চর্চার জন্য অপরিহার্য।